দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ....

শিক্ষকদের বেতন ভাতা দেয়ার পর উন্নয়ন ও শিক্ষা গবেষণার জন্য যে পরিমাণ বরাদ্দ থাকা উচিত তা এই প্রস্তাবিত বাজেটে দেয়া হয়নি। সরকার শুধুমাত্র ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণাই করেছে. এটা বাস্তবায়নের কোন চেষ্টাই সরকারের নেই। কেননা চেষ্টা থাকলে তো প্রস্তাবিত বাজেটে এর প্রতিফলন দেখতে পেতাম। সরকার ঘোষিত শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে কিন্তু সে অনুযায়ী তেমন বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়নি। সব মিলিয়ে বলতে পারি যে, শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ বরাদ্দ হয়া দরকার তা প্রস্তাবিত বাজেটে হয়নি। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে আরও অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো উচিত এবং আরও পরিকল্পনা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

ড. সিরাজুল ইসলাম খান
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, (ব্যবসায় প্রশাসন), প্রাইম ইউনিভার্সিটি

ঘোষিত বাজেটের আকার বড় হয়েছে, বাজেটের আকার বড় হলে বাস্তবায়নও বেশী হয় এবং এতে দেশের উন্নয়ন ঘটে। অর্থমন্ত্রী শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ করায় তাকে ধন্যবাদ। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা সেগুলো মোকাবিলা করে কতখানি বাস্তবায়ন করা সম্ভব, তা বলা মুশকিল। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে হলে আরো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেই তুলনায় বর্তমান বাজেটে বরাদ্দ অনেক কম। বাজেটে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার যে কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবায়িত করে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নতুন বিপ্লব ঘটবে। উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশে বড় আকারের একটি রিসার্চ লাইব্রেরী প্রয়োজন, যার জন্য এই বাজেটে বরাদ্দ প্রদান সরকারের দায়িত্ব বলে আমি মনে করি।

মো. আবদুস সালাম
সহকারী অধ্যাপক, চেয়ারম্যান ননফরমাল এ্যান্ড কন্টিনিউইং এডুকেশন (আইইআর)

বর্তমান সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটের আওতা অনেক বেশী এবং বাজেটের বরাদ্দও ব্যাপক। সার্বিকভাবে যদি আমরা বাজেটকে বিশ্লেষণ করি তাহলে বলা যায় যে, এটা অতি আশাবাদী একটা বাজেট। এতো আশাবাদী একটা বাজেট বাস্তবায়ন করাটা সরকারের পক্ষে কতটা সম্ভব হবে, এটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে আশার কথা হল যে মোট বাজেটের একটা বড় অংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তার পরেও একথা বলা যায় যে শিক্ষাখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তাতে সরকার ঘোষিত শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারবে না। তবে শিশুদের ড্রপ আউট ঠেকানোর জন্য স্কুলে দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব অবশ্যই যুগান্তকারী। এতে শিশু ঝড়ে পড়ার হার কমে আসবে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাখাতের উন্নয়নের কথা যদি বলি তাহলে এই বাজেটে তার প্রতিফলন খুব বেশী দেখা যায়নি। আমরা যদি শিক্ষাখাতের বরাদ্দকে গাণিতিকভাবে দেখি তাহলে দেখতে পাব ৮০% বরাদ্দ চলে যাচ্ছে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতে। বাকি যে ২০% এর কতটুকুই বা অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিক্ষাগবেষণার কাজে লাগবে এটাই দেখার বিষয়। বর্তমান সরকারের যে দর্শন বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন কিন্তু ঘোষিত বাজেটে-এর কোন প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি নাই। যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এই সরকারের লক্ষ্য সে জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অবশ্যই ডিজিটাল এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করতে হবে, আর এজন্য বাজেটে অবশ্যই একটা প্রতিফলন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, বাজেট চূড়ান্ত করার পূর্বে সরকার যেন উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেন।